ছিল শেকৃসপিয়রের রচনা। বাংলা ... করা যায় তার জন্য
বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন।

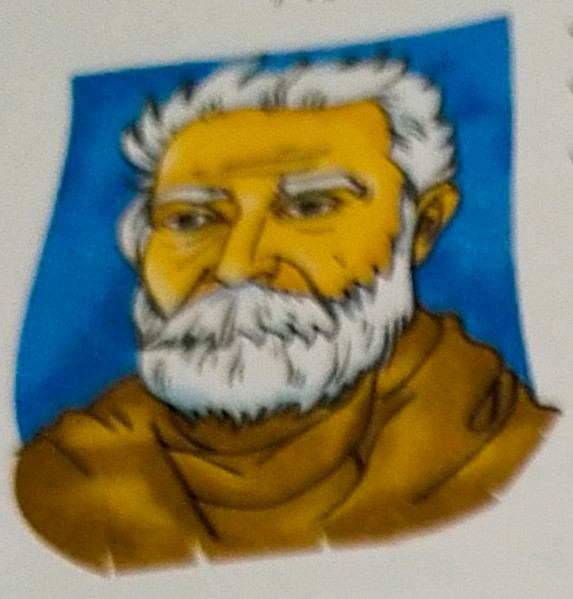

এখনকার বাংলাদেশের খুলনা জেলার রাড়ুলি গ্রামে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ২ ... তারিখে প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁর বাবার নাম ছিল হরিশচন্দ্র রায়। মা— ভুবনমোহিনী দেবী।

চার বছর বয়সে প্রফুল্লচন্দ্রের 'হাতেখড়ি' হয় এবং গ্রামের গুরু... পাঠশালায় তিনি লেখাপড়া শুরু করেন। ছেলেবেলায় স্কুলের পাঠ্য বই... মন ভরতো না। হাতের কাছে যে বই তিনি পেতেন, তাই পড়ে ফে... যখন তাঁর বয়স মাত্র ১২ বছর, তখন থেকেই ভোর রাতে উঠে অ... বই পড়তেন। বইপড়া ছিল তাঁর নেশা। আর সারাজীবন এ নেশা...

উচ্চশিক্ষালাভের জন্য প্রফুল্লচন্দ্র বিলেত যান। স্কটল্যান্ডের এডিনবরা বিশ্ববি... এসসি পাশ করেন। তারপর ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি এসসি ডিগ্রি ও 'হোপ' পুর... দেশে ফিরে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। ছাত্র প... গবেষণাও করতে থাকেন।

ছাত্রছাত্রীদের তিনি নিজের ছেলেমেয়ের মতো ভালোবাসতেন। তাদের ... তেমনি ভুলত্রুটির জন্য আবার ভর্ৎসনাও করতেন। গরিব ছাত্রদের তিনি নানা... ছাত্রছাত্রীরাও তাঁকে পিতার মতো শ্রদ্ধা করত, গুরুর মতো ভক্তি করত।

বাবুয়ানার উপর প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন হাড়ে-হাড়ে চটা। যারা বেহিসেবি খরচ করে তাদের তিনি দু'চোখে দেখতে পারতেন না। তিনি বলতেন, যে-দেশের লোক পেট ভরে খেতে পায় না, সে দেশে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খরচ করা মস্ত বড়ো অপরাধ।

বাঙালি ছেলেরা পরীক্ষায় পাশ করে চাকরির খোঁজে ঘোরে। একটা চাকরি না পেলে মনে করে জীবনটা নষ্ট হয়ে

গেল। প্রফুল্লচন্দ্র এটা একেবারেই পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, সবাই মিলে চাকরি খুঁজলে অত চাকরি কোথায় পাওয়া যাবে? তাই তিনি চাকরির আশা ছেড়ে ব্যাবসা করতে উপদেশ দিতেন ছেলেদের। তিনি নিজে 'বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস' নামে একটি কারখানা স্থাপন করেছিলেন। প্রথম দিকে এই কারখানায় তিনি কুলির মতো খাটতেন। কায়িক পরিশ্রমকে তিনি কখনো ছোটো কাজ মনে করতেন না।

প্রফুল্লচন্দ্রের স্বভাব ছিল সময়ের কাজ সময়ে করা। তিনি সময়মতো ক্লাসে গিয়ে ছাত্রদের পড়াতেন। সভা-সমিতিতে যেতে হলে ঠিক সময়মতো হাজির হতেন। যে-কোনো কাজ আগে নিজে করে তারপর ছাত্রদের তা করতে উপদেশ দিতেন।

সারাজীবন সহজ ও সরলভাবে জীবনযাপন করে শেষ বয়সে প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর সঞ্চিত অর্থের বেশির ভাগটাই সৎকাজে দান করে যান।

কলকাতার বিজ্ঞান কলেজের যে ছোটো ঘরটিতে তিনি থাকতেন সেই ঘরে প্রফুল্লচন্দ্র জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাটিয়েছেন। ১৯৪৪ সালের ১৬ জুন ওই ঘরেই তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 'স্যর' উপাধি পেয়েছিলেন ইংরেজদের থেকে। খুঁজে বার করো তো কোন